কনভেনশন নং ৮১
Convention No. 81

শ্রম পরিদর্শন কনভেনশন, ১৯৪৭
Labour Inspection Convention, 1947

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সাধারণ অধিবেশন,

আন্তর্জাতিক শ্রম দপ্তরের গভর্নিং বডি কর্তৃক জেনেভাতে আহুত, এবং ১৯৪৭ সালের ১৯শে জুন-এর ৩০তম বৈঠকে মিলিত হইয়া, এবং

এই বৈঠকের ৪র্থ আলোচ্য সূচি হিসেবে অর্ন্তভূক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানে শ্রম পরিদর্শনের সংস্থা সম্পর্কিত কতিপয় প্রস্তাব গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়া এবং

এই প্রস্তাবেগুলোকে একটি আর্ন্তজাতিক কনভেনশনে রূপদান দেওয়ার সংকল্প করিয়া,

১৯৪৭ সালের ১১ই জুলাই তারিখে শ্রম পরিদর্শন কনভেনশন, ১৯৪৭ শীর্ষক নিম্ন লিখিত কনভেনশনটি গৃহীত হয়।

অংশ ১ : শিল্প প্রতিষ্ঠানে শ্রম পরিদর্শন

অনুচ্ছেদ ১

এই কনভেনশন বলবৎকালীন আর্ন্তজাতিক শ্রম সংস্থার প্রত্যেক সদস্য-রাষ্ট্র নিজ দেশের শিল্প কর্মক্ষেত্র শ্রম পরিদর্শনের ব্যবস্থা রাখিবে;

অনুচ্ছেদ ২

১। যেই সকল শিল্প-কর্মক্ষেত্র, যেইখানে কাজে নিয়োজিত থাকাকালীন কাজের শর্তাবলী ও শমিকদের নিরাপত্তা সম্পর্কিত আইনানুগ বিধানাবলী শ্রম পরিদর্শক কর্তৃক কার্যকরযোগ্য, সেইখানে শ্রম পরিদর্শনের ব্যবস্থা প্রযোজ্য হইবে।

২। এই কনভেনশন প্রয়োগের আওতা থেকে খনি ও পরিবহন প্রতিষ্ঠানসমূহকে, কিংবা এইরূপ প্রতিষ্ঠানের অংশ বিশেষকে জাতীয় আইন ও বিধি দ্বারা অব্যাহতি দেওয়া যাইতে পারে।

অনুচ্ছেদ ৩

১। শ্রম পরিদর্শন ব্যবস্থা কর্মকান্ড হইবে—

(ক) কাজে নিয়োজিত থাকাকলীন শমিকদের নিরাপত্তা ও কাজের শর্তাবলী সম্পর্কিত (যেমন-সময়, মজুরী, নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও কল্যাণ, শিশু ও তরুণদের নিয়োগ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ঠ বিষয়াদির যতটুকু শ্রম পরিদর্শক কর্তৃক কার্যকরযোগ্য) আইনানুগ বিধানাবলী প্রয়োগ নিশ্চিত করা;

(খ) আইনানুগ বিধানসমূহ কার্যকরভাবে পালন করা সম্পর্কিত টেকনিক্যাল তথ্যাদি মালিক ও শ্রমিকদেরকে সরবরাহ করা;

(গ) প্রচলিত আইনানুগ বিধানে নির্দিষ্টভাবে আওতাভুক্ত নয় এমন সব ত্রুটি সমূহ বা অপব্যবহার যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত করা।

২। শ্রম পরিদর্শকদের প্রাথমিক দায়িত্ব কার্যকরভাবে পালন করিতে বাধা সৃষ্টি করে না কিংবা মালিক ও শ্রমিকদের সহিত সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কর্তৃত্ব ও নিরপেক্ষতা কোনো ভাবেই ক্ষুন্ন করে না এইরূপ সকল দায় দায়িত্ব শ্রম পরিদর্শকগণের উপর ন্যস্ত করা যাইবে।

অনুচ্ছেদ ৪

১। সদস্য রাষ্ট্রের প্রশাসনিক রীতি নীতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া একটি কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণে শ্রম পরিদর্শন ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

২। ফেডারেল রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে "কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব" বলিতে একটি ফেডারেল কর্তৃত্ব কিংবা ফেডারেটেড ইউনিটের একটি কেন্দীয় কর্তৃত্ব বুঝাইবে।

অনুচ্ছেদ ৫

যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষ—

(ক) পরিদর্শন সার্ভিস ও এইরূপ কর্মকান্ডে নিয়োজিত অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা সমূহের মধ্যে, এবং

(খ) শ্রম পরিদর্শন দপ্তরের কর্মকর্তা ও মালিক এবং শ্রমিক কিংবা তাদের সংস্থা সমূহের মধ্যে কার্যকর সহযোগিতা উন্নয়নকল্পে উপযুক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিবেন।

অনুচ্ছেদ ৬

শ্রম পরিদর্শন স্টাফ সরকারী কর্মচারীদের সমন্বয়ে গঠিত হইবে এবং তাহাদের চাকুরীর শর্তাবলী ও মর্যাদা এমন হইতে হইবে যাহাতে তাহাদের চাকুরীর স্থায়িত্বের বিষযে তাহারা নিশ্চিত হয় এবং সরকারের পরিবর্তনে ও অনুচিত বাহিরের প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিতে পারে।

অনুচ্ছেদ ৭

১। জাতীয় আইনে নিয়োগের নির্ধারিত শর্তাবলী সাপেক্ষে, শ্রম পরিদর্শকদেরকে তাহাদের কর্তব্য পালনে একমাত্র যোগ্যতা বিবেচনার উপরেই নিয়োগ করিতে হইবে।

২। এইরূপ যোগ্যতা নিরুপন করিবার উপায় যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করিবে।

৩। কর্তব্য পালনের জন্য শ্রম পরিদর্শকগণকে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করিতে হইবে।

অনুচ্ছেদ ৮

পুরুষ ও মহিলা উভয়ই পরিদর্শন সার্ভিসে নিয়োগ পাইবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন। যেইখানে প্রয়োজন, পুরুষ ও মহিলা পরিদর্শকগণকে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া যাইতে পারে।

অনুচ্ছেদ ৯

চিকিৎসা, প্রকৌশল, বিদ্যুৎ ও রাসায়নিক বিদ্যায় বিশেষজ্ঞসহ যথাযথ যোগ্যতা সম্পন্ন কারিগরি দক্ষ ও বিশেষজ্ঞ পরিদর্শন কাজের সাথে সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করবিার জন্য প্রত্যেক সদস্য-রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং ইহা জাতীয় অবস্থার প্রেক্ষিতে যথাযথভাবে বিবেচিত পদ্ধতিতেই করিতে হইবে যাহাতে কাজে নিয়োজিত থাকাকালীন শ্রমিকগণের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিধান সম্পর্কিত আইনানুগ বিধানাবলী কার্যকর করা এবং শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার উপর কাজের প্রক্রিয়া, দ্রব্যাদি ও কাজের পদ্ধতির প্রভাব অনুসন্ধান নিশ্চিত করা সম্ভবপর হয়।

অনুচ্ছেদ ১০

শ্রম পরিদর্শকদের সংখ্যা এমন হইতে হইবে যাহাতে শ্রম পরিদর্শন দপ্তরের কর্তব্য কার্যকরভাবে পালন নিশ্চিত করা যায়। এই সংখ্যা নির্ধারণে নিম্ন লিখিত বিষয়াদি যথাযথভাবে বিবেচনায় আনিতে হইবে।

ক) পরিদর্শকদের পালনকৃত কর্তৃব্যের গুরুত্ব, বিশেষত:

১) পরিদর্শন যোগ্য এমন কাজের যায়গার সংখ্যা, প্রকৃতি, আকার ও অবস্থান;

২) এইরূপ কাজের যায়গায় নিয়োজিত শ্রমিকদের সংখ্যা ও শ্রেণী; এবং

৩) পরিদর্শনকালে প্রদত্ত বাস্তব সুযোগ সুবিধা; এবং

খ) পরিদর্শনকালে প্রদত্ত বাস্তব সুযোগ-সুবিধা; এবং

গ) পরিদর্শন কার্যকর করিবার লক্ষ্যে পরিদর্শনের জন্য ভ্রমনের বাস্তব অবস্থা।

অনুচ্ছেদ ১১

১। যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষ পরিদর্শকদিগকে—

ক) পরিদর্শন সার্ভিসের প্রয়োজন অনুসারে যথোপযুক্ত সজ্জিত স্থানীয় অফিসমূহে (যেখানে সংশ্লিষ্ট সকলেরই যাতায়াতের সুবিধা থাকিবে), এবং

খ) যেই ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সরকারী পরিবহণ সার্ভিসের ব্যবস্থা নাই, সেইখানে পরিদর্শকগণের দায়িত্ব পালনে প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধাদি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

২। পরিদর্শকদের কর্তব্য পালনে ভ্রমণ ও আনুষঙ্গিক খরচাদি পরিশোধ করিতে যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

অনুচ্ছেদ ১২

১। যথাযথ পরিচয়পত্র প্রাপ্ত পরিদর্শকদের ক্ষমতা থাকিবে—

ক) পরিদর্শনযোগ্য যেই কোন জায়গায় দিনে কিংবা রাতে যে কোন সময়ে পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ব্যতিরেকে এবং স্বাধীনভাবে প্রবেশ করিবার;

খ) পরিদর্শনযোগ্য বলে বিবেচিত হওয়ার উপযুক্ত কারণ থাকিলে দিনের বেলায় যে কোন জায়গায় প্রবেশ করিবার;

গ) বিধি সঙ্গত শর্তাবলী কঠোরভাবে পালিত হচ্ছে কিনা, সে ব্যাপারে সন্তুষ্ট হওয়ার লক্ষ্যে তাদের বিবচেনায় প্রয়োজনীয় যেইকোন পরীক্ষা-নিরীক্ষা অনুসন্ধান করিবার, এবং বিশেষতঃ

গ-১) আইনানুগ শর্তাবলীর প্রয়োগ সম্পর্কিত যে কোন বিষয়ে প্রতিষ্ঠানের মালিক কিংবা স্টাফকে একাকী কিংবা সাক্ষীদের সামনে প্রশ্ন করিবার;

গ-২) জাতীয় আইন কিংবা বিধিমতে নির্ধারিত কাজের পরিবেশ পরিবেশ সম্পর্কিত কোনো বই, রেজিস্টার কিংবা অন্যান্য রেকর্ড পত্র আইনানুগ ভাবে রক্ষিত হচ্ছে কি না, দেখার জন্য তা উপস্থাপনে নির্দেশ দেওয়ার;

গ-৩) আইন অনুসারে বিজ্ঞপ্তি টানানো কার্যকর করিবার;

গ-৪) মালিক কিংবা তার প্রতিনিধিকে জানানো সাপেক্ষে বিশ্লেষণের জন্য যে কোন বস্তু ও পদার্থের নমুনা সংগ্রহ বা সরানোর।

২। কর্তব্য পারনের পরিপন্থী না হইলে, পরিদর্শক তাহার পরিদর্শন ভ্রমণ উপলক্ষ্য মালিক কিংবা তাহার প্রতিনিধিকে তাহার উপস্থিতির কথা জানাইবে।

অনুচ্ছেদ ১৩

১। শ্রমিকদের স্বাস্থ্য কিংবা নিরাপত্তার প্রতি হুমকি স্বরূপ এইরূপ প্লান্ট লে-আউটে কিংবা কাজের পদ্ধতিতে পাওয়া ত্রুটি সমূহ সরানোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে শ্রম পরিদর্শককে ক্ষমতা দিতে হইবে।

২। এইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণে পরিদর্শকদেরকে সমর্থ করিবার জন্য তাহাদেরকে (আ্নানুগভাবে নির্ধারিত বিচার-সম্বন্ধীয় বা প্রশাসনিক কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করিবার অধিকার সাপেক্ষে) নিম্নলিখিতি বিষয়ে আদেশ দিতে ক্ষমতা প্রদান করিতে হইবে—

(ক) প্লান্ট বা স্থাপনার এমন পরিবর্তন সমূহ (যা শ্রমিকদের স্বাস্থ্য কিংবা নিরাপত্তা সম্পর্কিত শর্তাবলী পালন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে সম্পাদন করিতে হইবে); কিংবা

খ) শ্রমিকদের স্বাস্থ্য অথবা নিরাপত্তার প্রতি হুমকি হইতে পারে এইরূপ আসন্ন বিপদে তাৎক্ষণিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য ব্যবস্থাদি গ্রহণ।

৩। সদস্য-রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কিংবা বিচার-সম্বন্ধীয় রীতি-নীতির সাথে অনুচ্ছেদ-২ তে নির্ধারিত পদ্ধতি যদি সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়, তাহা হইলে প্রয়োজনীয় আদেশ জারী করিতে কিংবা তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োগের নিমিত্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণের জন্য পরিদর্শকদেরকে যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করার ক্ষমতা দিতে হইবে।

অনুচ্ছেদ ১৪

জাতীয় আইন কিংবা বিধিতে নির্ধারিত ক্ষেত্রে এবং পদ্ধতিতে শিল্প দুর্ঘটনা ও পেশাগত ব্যাধি সম্পর্কে পরিদর্শন দপ্তরকে অবহিত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ১৫

জাতীয় আইন কিংবা বিধি বলিয়া দেয় অব্যাহতির সাপেক্ষে শ্রম পরিদর্শককে—

(ক) তাদের পরিদর্শনের আওতাভুক্ত যেকোন প্রতিষ্ঠানে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে স্বার্থ গ্রহণে বিরত রাখিতে হইবে;

(খ) কর্তব্য পালনকালে পণ্য উৎপাদনের কিংবা বাণিজ্য সংক্রান্ত কোনো গোপনীয় তথ্য কিংবা কাজের পদ্ধতি তাদের গোচরীভূত হলে, যথাযথ শাস্তি বা শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থাদির অবস্থায় তা প্রকাশনা করিতে (এমনকি চাকরি থেকে অব্যহতির পরও) বাধ্য করা হইবে; এবং

(গ) তাহারা কোনো আইনানুগ বিধানের লঙ্ঘন বা ত্রুটি সম্পর্কিত অভিযোগের সূত্র সম্পূর্ণরূপে গোপনীয় হিসেবে গণ্য করিবে এবং এই সংক্রান্ত অভিযোগ প্রাপ্তির দরুন অনুষ্ঠিত পরিদর্শন ভ্রমণ সম্পর্কেও মালিক কিংবা তাহার প্রতিনিধিকে কোনো কিছু তাহারা অবগত করিবেন না।

অনুচ্ছেদ ১৬

সংশ্লিষ্ট আইনের বিধানাবলী কার্যকরভাবে প্রয়োগ নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে প্রায়ই এবং যতটুকু ব্যাপকভাবে প্রয়োজন হয়, সেই ভাবে সকল কাজের জায়গাসমূহ পরিদর্শন করিতে হইবে।

অনুচ্ছেদ ১৭

১। শ্রম পরিদর্শক কর্তৃক বলবৎ যোগ্য এইরূপ আইনানুগ শর্তাবলী পালনে কেহ অবহেলা করিলে কোনরূপ পূর্ব সর্তকতা ছাড়াই তাহাদের বিরুদ্ধে সত্বর আইনানুগ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, প্রতিরোধ বা প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে নোটিশ দেওয়ার প্রয়োজন হইলে, জাতীয় আইন বা বিধিতে সেইক্ষেত্রে অব্যাহতি দেওয়ার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

২। মামলা রুজ্জু করা কিংবা তাহার সুপারিশ করার পরিবর্তে সর্তক করিয় কিংবা উপদেশ দেওয়া হইবে কিনা, তা শ্রম পরিদর্শকের বিবেচনার উপর ছাড়িয়া দিতে হইবে।

অনুচ্ছেদ ১৮

শ্রম পরিদর্শক কর্তৃক বলবৎ যোগ্য এইরূপ আইনানুগ শর্তাবলী লঙ্ঘন এবং তাহাদের কর্তব্য পালনে বাধা দেওয়ার জন্য জাতীয় আইন বা বিধিতে পর্যাপ্ত শাস্তির ব্যবস্থা থাকিতে হইবে এবং তাহা কার্যকরভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে।

অনুচ্ছেদ ১৯

শ্রম পরিদর্শক কিংবা স্থানীয় পরিদর্শক দপ্তরকে, যেমন প্রযোজ্য, তাদের পরিদর্শন সংক্রান্ত কর্মকান্ডের উপর কেন্দ্রীয় পরিদর্শন কর্তৃপক্ষের নিকট নিয়মিত ব্যবধানে প্রতিবেদন পাঠাইতে হইবে।

অনুচ্ছেদ ২০

১। কেন্দ্রীয় পরিদর্শন কর্তৃপক্ষ তার অধীনস্থ পরিদর্শন সার্ভিস সম্পর্কে একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করিবে।

২। যেই বছরের সাথে প্রতিবেদন সম্পৃক্ত, তার শেষে একটি যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে এবং যেই কোনো ক্ষেত্রেই বার মাসের মধ্যে এই রূপ প্রতিবেদন প্রকাশ করিতে হইবে।

৩। প্রকাশ হওয়ার একটা যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে এবং যে কোন ক্ষেত্রেই তিন মাসের মধ্যে বার্ষিক প্রতিবেদনের অনুলিপি আন্তর্জাতিক শ্রম দপ্তরের মহা পরিচালকের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

অনুচ্ছেদ ২১

কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদনে নিম্নলিখিত এবং অন্যান্য বিষয় সমূহ (যতোটা সেইগুলি উক্ত কর্তৃপক্ষের আওতাভুক্ত) অর্ন্তভুক্ত থাকিবে:

ক) পরিদর্শন সার্ভিসের কর্মকান্ড সম্পর্কিত আইন ও বিধি;

খ) শ্রম পরিদর্শন সার্ভিসের স্টাফ;

গ) পরিদর্শনযোগ্য কাজের ক্ষেত্র সমূহের পরিসংখ্যান ও তদস্থলে নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা;

ঘ) পরিদর্শন ভ্রমণের পরিসংখ্যান;

ঙ) আইন লঙ্ঘন ও শাস্তি প্রদানের পরিসংখ্যান;

চ) শিল্প দুর্ঘটনার পরিসংখ্যান;

ছ) পেশাগত ব্যাধির পরিসংখ্যান।

অংশ ২ : বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে শ্রম পরিদর্শন

অনুচ্ছেদ ২২

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র (যেখানে কনভেনশনের এই অংশটি বলবৎ রহিয়াছে) বাণিজ্য প্রতাষ্ঠানসমূহে একটি শ্রম পরিদর্শন সার্ভিস সংরক্ষণ করিবে।

অনুচ্ছেদ ২৩

বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান সমূহে শ্রম পরিদর্শন সার্ভিস এইরূপ কাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে, যেইখানে কাজে নিয়োজিত থাকাকালীন কাজের পরিবেশ ও শ্রমিকগনেল নিরাপত্তা সম্পর্কিত আইনানুগ শর্তাবলী শ্রম পরিদর্শক কর্তৃক কার্যকরী করা হয়।

অনুচ্ছেদ ২৪

এই কনভেনশনের অনুচ্ছেদ ৩ হইতে ২১ এর শর্তাবলীর সহিত বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের শ্রম পরিদর্শন ব্যবস্থা সামঞ্জস্যপূর্ণ হইতে হইবে।

অংশ ৩ : বিবিধ শর্তাবলী

অনুচ্ছেদ ২৫

১। এই কনভেনশনের অনুসমর্তনকারী আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার যেই কোনো সদস্য-রাষ্ট্র অনুসমর্থনরে সহিত সংযোজিত ঘোষণার মাধ্যমে কনভেনশন অনুসমর্থন হইতে অংশ ২ বাদ দিতে পারিবে।

২। এই প্রকারের ঘোষণা প্রদানকারী যেই কোনো সদস্য-রাষ্ট্র পরবর্তী যেই কোনো ঘোষণার মাধ্যমে তাহা বাতিল করিতে পারিবে।

৩। এই অনুচ্ছেদে প্যারাগ্রাফ ১ অনুযায়ী ঘোষণা প্রদানকারী যেইকোনো সদস্য রাষ্ট্র প্রতিবছর এই কনভেনশন সম্পর্কিত গাহার বার্ষিক প্রতিবেদন কনভেনশনের অংম ২ সম্পর্কে আইন ও প্রথার অবস্থা এবং উক্ত শর্তাবলীর কতখানি কার্যকর করা হইয়াচে উহার উল্লেখ করিবে।

অনুচ্ছেদ ২৬

কোনো প্রতিষ্ঠান উহার অংশবিশেষ এবং সার্ভিস এর ক্ষেত্রে কনভেনশনের প্রয়োগের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ প্রতীয়মান হইলে তাহা যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষ নিরসন করিবে।

অনুচ্ছেদ ২৭

এই কনভেনশনের “আইনগত বিধানাবলী” শব্দে আইন ও বিধি ছাড়াও আইনের বৈধতা প্রাপ্ত এবং শ্রম পরিদর্শক কর্তৃক কার্যকরী যোগ্য মধ্যস্থতাকারীর রোয়েদাদ বা যৌথচুক্তি অর্ন্তভূক্ত হইবে।

অনুচ্ছেদ ২৮

আর্ন্তজাতিক শ্রম সংস্থার সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২২ অনুযায়ী প্রেরিতব্য বার্ষিক প্রতিবেদনে এই কনভেনশনের শর্তাবলী কার্যকরী করিবার ক্ষেত্রে সকল আইন ও বিধিমালা সম্পর্কে পূর্নাঙ্গ তথ্য অর্ন্তভূক্ত থাকিবে।

অনুচ্ছেদ ২৯

১। যে সদস্য-রাষ্ট্রের ভূখন্ডে এমন বৃহৎ এলাকা সমূহ রহিয়াছে যেইখানে জনসংখ্যার বিরলতা কিংবা উন্নয়নের স্তরের জন্য যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষ এই কনভেনশনের বিধানসমূহ কার্যকরী করা অবাস্তব মনে করেন, সেই ক্ষেত্রে সাধারণভাবে অথবা বিশেষ শিল্প প্রতিষ্ঠান কিংবা পেশার ক্ষেত্রে যথাযোগ্য কর্থৃপক্ষ সেই এলাকা সমূহে এই কনভেনশনের প্রয়োগে ব্যতিক্রম করিতে পারিবে না।

২। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২২-এর আওতায় এই কনভেনশন প্রয়োগ সম্পর্কে দাখিলকৃত প্রথম বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রত্যেক সদস্য-রাষ্ট্র এই অনুচ্ছেদের বিধানাবলী কোন এলাকা সমূহে প্রয়োগ করিতে চায় তাহা উল্লেখ করিবে এবং উহার কারণও ব্যাখ্যা করিবে; প্রথম বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণের পর কোনো সদস্য-রাষ্ট্র এইরূপ নির্ধারিত এলাকা সমূহ ব্যতিত অনুচ্ছেদের বিধানাবলী প্রয়োগ করিতে পারিবে না।

৩। এই অনুচ্ছেদের বিধানাবলীর প্রয়োগকারী প্রত্যেক সদস্য-রাষ্ট্র পরবর্তী বার্ষিক প্রতিবেদনের যেই সকল এলাকার জন্য এই অনুচ্ছেদের বিধানসমূহের অধিকার নাকচ করিতে চায় তাহা উল্লেখ করিবে।

অনুচ্ছেদ ৩০ এবং অনুচ্ছেদ ৩১ : নন-মেট্রোপলিটন অঞ্চল সমূহে প্রয়োগের ঘোষণা।
১। যেই সকল শিল্প-কর্মক্ষেত্রে যেইখানে কাজে নিয়োজিত থাকাকালীন কাজের শর্তাবলী ও শ্রমিকদের নিরাপত্তা সম্পর্কিত আইনানুগ বিধানাবলী শ্রম পরিদর্শক কর্তৃক কার্যকরযোগ্য, সেইখানে শ্রম পরিদর্শনের ব্যবস্থা প্রযোজ্য হইবে।

২। এই কনভেনশন প্রয়োগের আওতা হইতে খনি ও পরিবহন প্রতিষ্ঠানসমূহ কিংবা এইরূপ প্রতিষ্ঠানের অংশবিশেষ জাতীয় আইন ও বিধি বলে অব্যাহতি দেওয়া যাইতে পারে।

অংশ ৪ : স্ট্যান্ডার্ড প্রোভিব্-ন্-স্

অনুচ্ছেদ ৩২-৩৯ : স্ট্যান্ডার্ড প্রোভিব্-ন্-স্

টীকা : শ্রম পরিদর্শন কনভেনশন, ১৯৪৭ কার্যকরী হওয়ার তারিখ – ৭ এপ্রিল ১৯৫০।